# ক্রীতদাশের হাঁসি!

## রাজা যা না বলেন, তার চাইতে বেশী বলে চাটুকারের দল!

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ

বাঙালীদের মাঝে যে এত চাটুকার ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে তা তো আগে জানতুম না! বুশ সাহেব 'ইলেক্শন রিগিং' করে জিতার পর এ'সব চাটুকারদের দন্ত বিকাশিত হাসি দেখে আমারও হাসির উপক্রম হচ্ছে। শুধু মনে হচ্ছে — তাদের এ হাসি তো প্রাণ-খোলা হাসি নয়, এ তো দেঁখছি ক্রীতদাশের সেই 'সারভাইল' আর পুরানা হাসি। মালিকদের খুশী করার জন্য কৃত্তিম এক হাসি।

আমাদের বুশ সাহেবের বাঙালী চাটুকাররা মাইকেল মুর এর 'ফারেনহাইট ৯/১১' দেখেছেন কি না — আর দেখলে তা ভাল করে এবং মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন কি না সে ব্যাপারে আমার সবিশেষ সন্দেহ আছে। শুধু বুশ কেন? বুশের বাবা পর্যন্ত সাউদ ফ্যামেলি আর বিন লাদেন ফ্যামেলির জানের জান দোস্ত হয়ে গিয়েছিলেন অনেক ক'টি বছর আগে থেকে। আর ৯/১১ পরপরই বুশ সাহেবের সলা-পরামর্শ নিয়ে বিল লাদেন গোষ্ঠীর অনেক আরব সন্তানকে আমেরিকা হতে আরবে স্থানান্তরীত করা হয়েছিল। এ'খবর হয়তো চাটুকারের দলের কারু জানা নেই। তা থাকলে ''তা-তা-থৈ'' ''তা-তা-থৈ'' বলে আন্তরজালের মজলিশে এরা নর্তন কুর্দন করতেন না। ইদানীং বাঙলা ভাষার জাত মারার জন্য দু'জন ''লেখক'' যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বুশের স্তুতি পাঠ করার জন্য। আন্তর্জালে লেখার একটা সুবিশেষ সুবিধে আছে। তেমন কোনো সম্পাদকমন্ডলী না থাকায় যাচ্ছেতাই লিখে দিলে তা প্রকাশ হয়ে যায় ওয়েব সাইটে। লেখাতে কোন লজিক্ আছে কি না তা জানার দরকার কি? ভাষার লালিত্য আছে কিনা, বানানের হের্‌ফের হচ্ছে কিনা - ইস্‌মে কিয়া ফরক্ পড়্‌তা? কবি গুরু ষাট বছর এর চেয়ে আরো আগে দেহ ত্যাগ করেছেন; সে'টি একদিক থেকে ভালই হয়েছে। এ'সব চাটুকারদের হাতে পড়ে বাঙলা ভাষা নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এই অনাচারটা কবিগুরু কি ভাবে গ্রহন করতেন বেচে থাকলে?

মুক্তমনা থেকে 'কর্তন-আর-লেপন' (কাট-এন্ড-পেস্ট) করে অভিজিৎ, বন্যা আহমেদ, আর আমার লিখা কি ভাবে অন্য ওয়েব-সাইটে স্থান পায় তা আমার জানা নেই। তবে চক্ষু লজ্জার খাতিরে অনুমতির বোধহয় প্রয়োজন আছে। না কি ভোট চুরির মত রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের চৌর্যবৃত্তিতে বেশ দখল আছে? ভবিষৎ এ দয়া করে মুক্তমনার মডারেটরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেবেন। আরেকটি কথা যেটা না বললেই নয় — অযথা তর্ক লাগাবার জন্য মুক্তমনা থেকে 'সেলেক্টিভ' লেখা নিয়ে অন্য ওয়েব-সাইটে পোস্ট করার যে রীতি চাটুকার সম্পাদক বের করেছেন তা অতি নিম্ন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ওয়েব সাইট চালাতে হলে 'টেলেন্টেড' লেখকের দরকার আছে। মুক্তমনা ফোরামের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য দায়ী হচ্ছে অনেক ক'জন ভাল লেখক। ঝগড়া ফ্যাসাদ আর ভবিষৎ বাণী দিয়ে ওয়েব সাইট চালানো খুবই দুষ্কর। সামান্য একটা নির্বাচনের ফলকে কেন্দ্র করে কয়েকজন ''লেখক'' যা শুরু করেছেন তা আর বলার নয়। ভুলভাল বাঙলা লিখে আর খামাকা বুশের পদলেহন করে কোন কিছুই হবে না বরং অন্যান্য দশজনার বিরাগভাজনের পাত্রই হবেন। এ'রকম যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে লেখা লিখলে সেগুলো বুমেরাং হয়ে নিজের গায়েই এসে পড়বে। সেতু বা 'গুড উইল' তৈরী করতে অনেক দিন লাগে আর তা ভাঙতে লাগে মাত্র এক দিন। এ'যুগের রিপাবলিকান পার্টি যেটা কিনা আমেরিকার উগ্র খেঁরেস্তানীদের হাতে গিয়ে উঠেছে সেই দলের পদ-লেহন করে ইনারা কি সুখই যে পাচ্ছেন তা তারা নিজেরাই কেবল জানেন।

বুশের মোসাহেবরা মুখের এক দিক দিয়ে বলছেন — ইসলামিস্টরা গোল্লায় বা নিপাত যাক। আর নির্লজ্জের মত মুখের আরেক দিক দিয়ে বলছেন খেঁরেস্তান উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রিপাবলিকান পার্টির কোন দোষ নেই। এই ডাবল-স্টেন্ডার্ড কি তাদের মনকে পীড়া দেয় না ?

আমার নৈতিকতা বা নীতি-বোধ এর মধ্যে কোন 'ডাবল-স্টেন্ডার্ড' এর কোন লেশ মাত্র নেই। মুক্তমনা বা সেকুলারিস্ট হিসেবে সবক'টি ধর্মের উগ্রপন্থীরা আমার কাছে একই রকম। তাদের মানসিকতা একই পর্যায়ের। এরা সবাই এক ''ব্লাইন্ড বিলিফ্'' সিস্টেম এর মধ্যে আছেন। কি উগ্র-মুসলমান বা কি উগ্র-খেঁরেস্তান ? সবারই একই কথা। মার্কিন উগ্রপন্থী খেঁরেস্তানদের না হয় গাত্র বর্ণ সাদা, কিন্তু তাই বলে কি তারা আমাদের মিত্র? আমি লজ্জায় মরে যাই এই ভেবে যে আজ বুশ সাহেব সামান্য ক'টি (৫১% - ৪৮%) ভোটের ব্যবধানে জন কেরীকে নির্বাচনে পরাস্থ করার জন্য তাদের মনে কত সোল্লাস ! বুশের নির্বাচন 'প্লাটফর্ম' আমাদের নয়। আমি আজ আমেরিকায় ক্রমান্বয়ে ৩৫ বছর ধরে বসবাস করছি। ১৯৭২ সনে রিপাবলিকান পার্টির চোরা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্বাচন সচোক্ষে দেখেছি। এই রিপাবলিকান পার্টি ভোটে জিতার জন্য এমন কোন কাজ নেই যা কি না তারা করতে পারে না।

ওহাইও ও ফ্লোরিডায় এখন রিপাবলিকান পার্টির 'কোন্ট্রোল' এ। তাই সেখানে 'ইলেকশন রিগিং' না হবার কোন কারণই নেই। এই ভোট রিগিং এর ব্যাপারে এরা ওস্তাদ পেড্রো। ২০০০ সনে গোরের সাথে মাত্র ৫০০-৬০০ ভোটের ব্যবধানে যে কায়দা করে বুশ জিতলেন তা তো ইতিহাসের খাতায় কালো কালি দিয়ে লিখা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ২০০৪ সনেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এরই মাঝে নানান পত্র-পত্রিকায় লিখা হয়েছে যে সুক্ষ কারুচুপির মাধ্যমে ফ্লোরিডায় আর ওহাইও তে অনেক অশ্বেতাঙ্গদের ভোট বে-আইনী ঘোষনা করা হয়েছে। আমাদের বাঙালী দু'জন চাটুকার যদি সেই দুই স্টেটে থাকতেন তবে খুব সম্ভব তাদের ভোটও উড়িয়ে দেয়া হতো কেননা দেখতে শুনতে তারাও অশ্বেতাঙ্গদের দলে পড়েন। কোনো পার্টিকে নিজের পার্টি মনে করার আগে তা খানেকটা তলিয়ে বা খতিয়ে দেখতে হয় সেই পার্টির পলিটিকাল 'ফিলোসোফী' বা রাজনৈতিক দর্শন কি? আমেরিকায় যে দু'টি বড় পার্টি আছে তার দর্শন ও ইতিহাস এই দুই চাটুকার কতটুকু পড়েছেন তা আমি জানিনা — তবে রিপাবলিকান পার্টি যে দেশত্যাগী বা ইমিগ্রান্টদের জন্য নয় তা আমি জানি। একেবারে রক্ষনশীল না হলে রিপাবলিকান পার্টিতে কি কেউ যোগ দেয়? আমেরিকায় যদি কোন দিন বর্ণ বৈষম্য নিয়ে দাঙ্গা হয় তা হলে আমি জানতে চাই এই চাটুকারদের কি রিপাবলিকান পার্টি এসে রক্ষা করবে কি না? সামান্য দু'টি পয়সার মুখ দেখে এই বঙ্গ সন্তানরা তাদের ট্রেডিশন ভুলে গিয়ে চোখের মাথা খেয়ে একেবারে বুশ সাহেবের মোসাহেব বনে গেছেন। মজার ব্যাপার কি সাদা চামড়ার রিপাবলিকান পার্টির লোকরা এই নির্বাচনে জয়ী হবার পর যা করছেন না — তার চেয়ে এক শ' গুন বেশী করছেন আমাদের বাঙালী চাটুকারের দল। এদের চক্ষু লজ্জা বলে কোন কিছুই নেই। ভুলভাল বাঙলা সমেত জ্বালাময়ী ভাষায় কেরী আর সেই সাথে কেরীর সমর্থকদের একহাত নিচ্ছেন। তারা যে সেই সাথে নিজের পাঁয়ে কুড়াল মারছেন সে দিকে তাদের কোন প্রকার দৃষ্টিই নেই। মুক্তমনার শতশত পড়ুইয়ারা এখন কি ভাববেন এই চাটুকারদের ভড়ংবাজী দেখে।

আরেকটা কথা যা না বললে নয়ই। লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এক এক জনের অনেক সময় লাগে তবে তা ভাংতে লাগে অল্প সময়। এত দিন মুখে খোলস এটে এরা সব্বাইকে বোকা বানিয়েছেন কিন্তু যেই না বুশ ভোটে জিতে গেলেন — তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সরূপটা প্রকাশ করলেন সশব্দে ক্রীতদাশের হাসি হেসে। ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে আন্তর্জালের হাটে এই কাঁকরা আর কতদিন বিচরণ করবেন সেটি হচ্ছে এখন আমাদের ভাববার বিষয়!